৯

সত্তা/আদি উপাদান
Reality/Ultimate Stuff

আমরা ইতোমধ্যে জড় ও প্রাণের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে কে কি মতবাদ দিয়েছেন তাও জেনেছি। কিন্তু জড় ও জীবনের পেছনে আসল সত্তা কয়টি ও কি কি তা আলোচনা করা হয়নি। সত্তা সম্পর্কীয় দর্শন, দর্শনের এমন একটি শাখা যেখানে জগতের মূল উপাদান বা সত্তা, সত্তার স্বরূপ ও সত্তার সংখ্যা সম্পর্কীয় বিষয় আলোচনা করা হয়। আমরা এ ইউনিটে এসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করবো।

এই ইউনিটে মোট ছয়টি পাঠ রয়েছে

- সত্তার প্রকৃতি : জড়বাদ
  Nature of Reality: Materialism
- সত্তার প্রকৃতি : ভাববাদ
  Nature of Reality: Idealism
- সত্তার প্রকৃতি : অজ্ঞেয়তাবাদ
  Nature of Reality: Agnosticism
- সত্তার সংখ্যা : বহুত্ববাদ
  Number of Reality: Pluralism
- সত্তার সংখ্যা : দ্বৈতবাদ
  Number of Reality: Dualism
- সত্তার সংখ্যা : একত্ববাদ
  Number of Reality: Monism

পাঠ ১

সত্তার প্রকৃতি : জড়বাদ
Nature of Reality: Materialism

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- সত্তার অর্থ নির্দেশ করতে পারবেন।
- পৃথিবীর অগণিত বস্তুর মধ্যে কোন্‌টি আসল বা আদি বস্তু? তা জানতে পারবেন।
- সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে জড়বাদী মত উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকা

'সত্তা' কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় বলে এককথায় সত্তার সংজ্ঞা দেয়া সহজ নয়। তবে সত্তা কথাটি সাধারণত দু'অর্থে বুঝা যায়। এক অর্থে, সাধারণ সত্তা বলতে বস্তু বা জিনিসের মূল বা আদি উপাদানকে বুঝায়। এ অর্থে সত্তা বাস্তবতাকে নির্দেশ করে। আরেক অর্থে, সৃষ্টির মূল আধার বা উৎসকে বুঝানো হয়। এদিক থেকে অর্থাৎ দ্বিতীয় অর্থে, সত্তা পরম সত্তাকে (Absolute Reality) নির্দেশ করে।

পরম সত্তার প্রকৃতি

জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা প্রদানই দর্শনের প্রধান কাজ। দর্শনের এ কাজের মধ্যেই এর স্বরূপ নিহিত। দর্শন একটি সামগ্রিক বা সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। দর্শন যখনই কোন কিছুর ব্যাখ্যা প্রদানে ব্রতী হয় তখন তার সে ব্যাখ্যা কোন না কোন তত্ত্ব বা সত্তার আলোকেই করা হয়ে থাকে। পরম সত্তা হচ্ছে সেই সত্তা যা অন্য কোন সত্তা বা তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে না। সে নিজে নিজেই বিদ্যমান থাকে। সত্তার আলোচনায় আমরা সচরাচর দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হই। একটি হচ্ছে, পরম সত্তা বা আদি উপাদানের প্রকৃতি সংক্রান্ত; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তার সংখ্যা সংক্রান্ত। পরম সত্তার প্রকৃতি নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। তবে মতবাদগুলোকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- জড়বাদ, ভাববাদ ও অজ্ঞেয়তাবাদ। আর পরম সত্তার সংখ্যা কত এ নিয়েও দর্শনের ইতিহাসে বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এ মতবাদগুলোকেও প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে; যথা- একত্ববাদ, দ্বৈতবাদ ও বহুত্ববাদ। আমরা এ পাঠে সত্তার প্রকৃতি সম্পর্কীয় জড়বাদী মত আলোচনা করবো। পরবর্তী পাঠসমূহে আমরা সত্তার প্রকৃতি সম্পর্কীয় ভাববাদী ও অজ্ঞেয়তাবাদী মত এবং সত্তার সংখ্যা সম্পর্কীয় অন্যান্য মত আলোচনা করবো।

জড়বাদ (Materialism)

জড়বাদীরা জড় পদার্থকেই বিশ্বের আদি উপাদান বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, প্রাণ বা মনসহ বিশ্বের সব কিছুই জড় পদার্থের সৃষ্টি। এ মতবাদের ইতিহাস খুবই পুরনো। পাশ্চাত্যের ও গ্রিক দর্শনের জনক বলে খ্যাত দার্শনিক থেলিসকে জড়বাদের একজন সার্থক প্রবক্তা বলে মনে করা হয়। তাছাড়া, গ্রিক দার্শনিক এনাক্সিম্যান্ডার, এনাক্সিমিনিস, হিরাক্লিটাস, এম্পিডক্লিস ও এনাক্সাগোরাসের দর্শনে জড়বাদের পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগীয় দর্শন ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত ছিল বলে এ সময় জড়বাদের বিকাশ না ঘটলেও আধুনিক যুগের দর্শনে আবার এর বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। থমাস হবস্, ল্যামেট্রি, হলব্যাক, জন টলান্ড, কট্‌ডোগার্ট ও আর্নেস্ট প্রমুখ আধুনিক দার্শনিকদের দর্শনে জড়বাদের আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। জড়বাদীদের মতে, জড়ের দুটি পৃথক গুণ রয়েছে : যথা- বিস্তৃতি ও অভেদ্যতা। গতিই হচ্ছে জড় পদার্থের ধর্ম। জড়বাদীরা জড় পদার্থ ও গতির সাহায্যে জৈবিক ও মানসিক প্রক্রিয়াসহ জগতের সব প্রক্রিয়াকেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তাঁরা জগতের কোথাও কোন পরম শক্তি বা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বা আদর্শের কথা স্বীকার করেন না। দার্শনিক হর্ণলি বলেন, জড়বাদ বিশ্বের সৃষ্টি-কর্মে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপকে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করে। এ মতবাদ জীবের আচরণে মন ও জীবনী শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। আর জড় পদার্থকে পরমাণুর যোগফল বলে মনে করে।

জড়বাদীদের যুক্তিসমূহ

ক. জড়বাদীরা প্রত্যক্ষণকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎস মনে করেন। তাই যাকে বা যে বিষয়কে প্রত্যক্ষ করা যায় না তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। দ্রব্য, পরম সত্তা, ঈশ্বর, আত্মা বা পরকাল এসবকে আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। অতএব একমাত্র জড় পদার্থ ছাড়া অন্য সব আধ্যাত্মিক বিষয়াদি সম্পূর্ণ অর্থহীন ও মারাত্মক ভ্রান্তিকর।

খ. জড়বাদীরা জগতের বিভিন্ন ঘটনাকে কার্যকারণ নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। তাই তাঁরা জড় ও গতির ক্রিয়াবলীকে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক বলে মনে করেন। আর এ অর্থে তাঁরা জগতে কোন ঐশী উদ্দেশ্য বা আদর্শকে স্বীকার করেন না।

গ. জড়বাদীরা শক্তির অবিনশ্বরতা নীতি (Law of Conservation of Energy) তে দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল। তাঁরা জগতের বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার মধ্যে কেবল আকারগত ও পরিমাণগত পার্থক্যের কথা স্বীকার করেন। বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য থাকতে পারে তা তাঁরা স্বীকার করেন না। এ অর্থে জড়বাদ বিদ্যুৎ, আলো, বাতাস, চুম্বক, রাসায়নিক সম্বন্ধ ও যান্ত্রিক গতিকে একে অন্যের মধ্যে পরিবর্তনযোগ্য বলে মনে করেন।

ঘ. জড়বাদীরা জড় পদার্থ ও প্রাণকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করেন। এ দু'য়ের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। তবে গঠন-প্রক্রিয়ার দিক থেকে জড়ের সাথে প্রাণের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। জড় পদার্থের তুলনায় প্রাণ অপেক্ষাকৃত জটিল। সমকালীন বিজ্ঞানীদের মতে, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের সমন্বয়ে

মানুষের জীবকোষ (Protoplasmic cell) গঠিত। তাই প্রাণকে জড়ের অতিরিক্ত সত্তা বলে অভিহিত করা যায় না।

ঙ. জড়বাদীদের মতে, আমরা যাকে চেতনা (consciousness) বলে অভিহিত করি তা আসলে জড় পদার্থ থেকেই উৎপত্তি লাভ করে। কেননা মস্তিষ্ক ক্রিয়ার অতিরিক্ত স্বাধীন কোন চেতনা-প্রক্রিয়া নেই। আধুনিক জড়বাদীরা মনকে উপবস্তু, আর জড়কে প্রকৃত বস্তু বলে মনে করেন। কেননা জড় ব্যতিত মনের কোন আলাদা সত্তা তাঁরা স্বীকার করেন না।

চ. জড়বাদীরা যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক। তাঁদের ধারণা, জড় থেকেই বিশ্বজগৎ ও প্রাণের উদ্ভব বা সৃষ্টি। মানব দেহ হচ্ছে একটি যন্ত্রবিশেষ। প্রাণের শক্তি বলে যা আছে তা আসলে জড় শক্তিরই এক জটিল রূপমাত্র।

ছ. জড়বাদীরা যেহেতু কার্যকারণ তত্ত্বের দ্বারা বিশ্বের ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী, সেহেতু তাঁরা মনে করেন, বিশ্বের কোন ঘটনা প্রবাহই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

জ. জড়বাদীরা যেহেতু সব ঘটনা বা বস্তুকেই যান্ত্রিক ও কার্যকারণ নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করতে চান, সেহেতু তাঁরা ধর্মীয় নৈতিকতা ও ধর্মীয় বিধিবিধানকে অস্বীকার করেন। তাঁরা ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করেন।

জড়বাদের সমালোচনা ও মূল্যায়ন

জড়বাদীদের উপর্যুক্ত বক্তব্য আপাতঃদৃষ্টিতে জোরালো ও আকর্ষণীয় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁদের এ ধরনের বক্তব্যে বিভিন্ন অসঙ্গতি লক্ষণীয় :

এক. জড়বাদে জাগতিক ঐক্য ও শৃঙ্খলার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। জড়বাদীরা বিশ্বজগতে বুদ্ধি ও মননের ভূমিকাকে অস্বীকার করে গতি ও পরমাণুর সাহায্যে জাগতিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তাঁরা জাগতিক ঐক্য, সংহতি ও কলা-কৌশলকে পরমাণুর আকস্মিক সংযোগের ফল বলে অভিহিত করে জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন।

দুই. জড়বাদীদের সমর্থিত যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের মধ্যেও নানা গড়মিল লক্ষ্য করা যায়। জগতের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় জড়বাদ কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে অস্বীকার করে যান্ত্রিক নিয়মে জগতের ব্যাখ্যা দিতে চায়। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, মানুষ কোন যন্ত্র নয়। তাই মানুষের ক্রিয়া-কলাপকে যান্ত্রিক নিয়মে ব্যাখ্যা করা যায় না।

তিন. জড়বাদীরা প্রাণকে জড় থেকে সৃষ্ট এবং প্রাণশক্তি ও জড়শক্তিকে মূলত এক ও অভিন্ন মনে করলেও আজ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানী কৃত্রিম পদ্ধতিতে রাসায়নিক উপাদানের সাহায্যে কোন সজীব জীবকোষ সৃষ্টি করতে পারেননি।

চার. জড়বাদ জীবকে জড়ের সমষ্টি বলে মনে করেন। আত্মবৃদ্ধি, আত্মসংস্কার, আত্মরক্ষাসহ পরিবেশের সাথে অভিযোজনের মতো জীবের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করা যায় কিভাবে? জড়বাদ এসবের কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি।

পাঁচ. জড়বাদীরা মানসিক ক্রিয়ার ঐক্য ও ধারাবহিকতার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। জড়বাদীরা মনকে মস্তিষ্কের উপবস্তু (epiphenomenon) বলে মনে করেন। কিন্তু মন যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তা দেহযন্ত্রকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবে কিভাবে? তার কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা জড়বাদ দেননি।

ছয়. জড়বাদীরা জ্ঞানের উৎপত্তির ব্যাপারেও কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। পূর্ণ জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য জ্ঞাতা বা মনকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু জড়বাদীরা মনের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন না বিধায় জ্ঞানের উৎপত্তির ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য সঠিক নয়।

সাত. সমালোচকরা জড়বাদী মতকে চক্রক দোষে দোষী বলে মনে করেন। কেননা জড়বাদীরা জড় পদার্থের সাহায্যে প্রথমে মনের ব্যাখ্যা দিয়ে তারপর মনের সাহায্যে জড় পদার্থের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই তাঁদের বক্তব্য চক্রক দোষে দুষ্ট।

আট. আধুনিক বিজ্ঞানের সাথেও জড়বাদ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা গতিহীন, নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় জড় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, প্রতিটি পরমাণু একটি শক্তিপুঞ্জ। এসব কারণে জড়বাদকে একটি সন্তোষজনক মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জড়বাদের যুক্তিগুলো উল্লেখ করুন এবং এর দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে জড়বাদী মত সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। পরম সত্তা হলো সেই সত্তা যা
(অ) পরনির্ভর (আ) ভাগ করা যায় না
(ই) নিজে নিজেই বিদ্যমান (ঈ) মননির্ভর

২। সমকালীন বিজ্ঞানীদের মতে, জীবকোষ গঠিত হয়
(অ) কার্বন থেকে (আ) হাইড্রোজেন থেকে
(ই) অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন থেকে (ঈ) সবগুলোর সংমিশ্রণে

৩। জড়বাদীরা বিশ্বাস করেন
(অ) নৈতিকতায় (আ) ধর্মে
(ই) কার্যকারণ তত্ত্বে (ঈ) কোনটিতে নয়

৪। পরমসত্তার প্রকৃতি সংক্রান্ত মতবাদসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা
(অ) একত্ববাদ, দ্বৈতবাদ ও বহুত্ববাদ (আ) জড়বাদ, ভাববাদ ও অজ্ঞেয়তাবাদ
(ই) আধ্যাত্মিক ভাববাদ, পরিদৃশ্যমান ভাববাদ ও বস্তুগত ভাববাদ
(ঈ) যন্ত্রবাদ, প্রাণবাদ ও উন্মেষবাদ

সত্য হলে 'স', মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। জড়বাদীদের মতে, প্রাণ ও মনসহ বিশ্বের সব কিছু জড় পদার্থের সৃষ্টি।
২। জড়বাদীরা বিভিন্ন বস্তুর আকারগত ও পরিমাণগত পার্থক্যের কথা স্বীকার করেন না।
৩। জড়বাদীরা মনের আলাদা সত্তা স্বীকার করেন।
৪। আধুনিক বিজ্ঞানীরা গতিহীন, নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় জড় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

সঠিক উত্তর

১। (ই) নিজে নিজেই বিদ্যমান ২। (ঈ) সবগুলোর সংমিশ্রণে ৩। (ই) কার্যকারণ তত্ত্বে
৪। (আ) জড়বাদ, ভাববাদ ও অজ্ঞেয়তাবাদ

১। স ২। মি ৩। মি ৪। স

পাঠ ২

সত্তার প্রকৃতি : ভাববাদ
Nature of Reality: Idealism

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে ভাববাদী মত উল্লেখ করতে পারবেন।
- প্লেটো ও লিবনিজের আধ্যাত্মিক ভাববাদ বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদ (Idealism) শব্দটির বিভিন্ন ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আর এ কারণে শব্দটিকে নিখুঁতভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। তবুও কোন চিন্তাবিদ ও লেখক ভাববাদকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেন। তাঁদের মতে, ভাববাদী মতবাদ কেবল আধ্যাত্মিক বা আত্মিক সত্তাকে পরম মূল্যবান বলে গণ্য করে তাকেই পরম সত্তা বলে ঘোষণা করে। সুতরাং যে মতবাদ জড়ের তুলনায় আত্মাকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে তাকেই ভাববাদ বলে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সত্তার আদি ও মৌলিকতায় বিশ্বাস স্থাপনকারী মতবাদকেই ভাববাদ বলা যায়।

ভাববাদ

দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদ শব্দটি প্রধানত দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এক, জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদ (Epistemological Idealism) অর্থে আর দুই, অধিবিদ্যক ভাববাদ (Metaphysical Idealism) অর্থে।

জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদ ও অধিবিদ্যক ভাববাদ

জ্ঞানতাত্ত্বিক অর্থে ভাববাদ বাস্তববাদ (Realism) এর বিরোধী মতবাদ হিসেবে পরিচিত। এ মতবাদ জ্ঞানের বিষয়কে জ্ঞাতার ধারণার উপর নির্ভরশীল বলে মনে করে। জ্ঞাতার মনোগত কতগুলো আকার বা ধারণা প্রয়োগ না করলে যথার্থ জ্ঞান হতে পারে না। তাই প্রকৃত জ্ঞান জ্ঞাতার ধারণার উপর নির্ভরশীল। বার্কলীর আত্মগত ভাববাদ (Subjective Idealism) জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদের একটি সুন্দর উদাহরণ। কান্টের ভাববাদকেও কেউ কেউ এ দলের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন।

পক্ষান্তরে, অধিবিদ্যক অর্থে ভাববাদ জড়বাদ (Materialism) এর বিরোধী মতবাদ হিসেবে পরিচিত। এ অর্থে, যে মতবাদ আত্মাকে মুখ্য, আর জড়কে গৌণ বলে মনে করে এবং বিশ্ব ভূবনের স্বকীয় তাৎপর্যকে অস্বীকার করে তাকে অধিবিদ্যক ভাববাদ বলে। বর্তমান পাঠে আমরা অধিবিদ্যক ভাববাদ নিয়েই আলোচনা করবো।

প্লেটোর অধিবিদ্যক ভাববাদ

গ্রিক দার্শনিক প্লেটোকে অধিবিদ্যক ভাববাদ (যাকে আধ্যাত্মিক ভাববাদও বলা হয়) এর প্রধান ও সফল প্রবক্তা বলে মনে করা হয়। তাঁর মতে, বিশেষ ব্যক্তি ও বিশেষ বস্তু নিয়ে যে জগৎ গঠিত তাকে ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী বলে আখ্যায়িত করা যায়। তাই যা বিশেষ নয়, বরং সার্বিক তাই কেবল স্থায়ী ও চিরন্তন। সার্বিক একমাত্র সৎ বস্তু। এ সার্বিককে তিনি কখনো আকার (Form), কখনো ধারণা বা প্রত্যয় (Idea) বলে অভিহিত করেন। ব্যষ্টিসত্তা নিয়ে যেমন এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ গঠিত তেমনি সার্বিক নিয়ে ধারণা বা প্রত্যয়ের জগৎ গঠিত। এই প্রত্যয় বা ধারণার জগৎ শ্বাশত ও চিরন্তন। এ জগৎ সত্যের জগৎ, আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হচ্ছে মিথ্যার জগৎ।

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, মানুষ, গরু ইত্যাদি নিয়ে আমরা চলি, দেখি ও স্পর্শ করি। এসব কিছু হলো প্লেটোর মতে পরিবর্তনের জগৎ, মিথ্যা ও অবভাস (appearence) এর জগৎ। কিন্তু ব্যক্তি মানুষ, বিশেষ ঘোড়া ও বিশেষ গরুর পেছনে আমাদের এক একটি ধারণা আছে, যা মানুষ, গরু ও ঘোড়া না থাকলেও বিদ্যমান থাকবে। এই ধারণার জগতই প্লেটোর মতে সত্য, শ্বাশত ও চিরন্তন। এর কোন পরিবর্তন নেই। ইন্দ্রিয় জগতের মানুষ, গরু, ঘোড়া ইত্যাদি হচ্ছে তার প্রতিচ্ছবিমাত্র।

সমালোচনা

প্লেটোর এ মতবাদ বিভিন্ন কারণে আকর্ষণীয় হলেও এ মতবাদ বিভিন্ন মহল কর্তৃক সমালোচিত হয়েছে। তাঁর প্রথম সমালোচক হলেন তাঁরই শিষ্য দার্শনিক অ্যারিস্টটল। তিনি প্লেটোর ধারণা তত্ত্বকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। অ্যারিস্টটল বলেন, প্লেটো সার্বিক ও বিশেষের মধ্যকার নিবিড় সম্পর্ককে স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিশেষকে নিয়েই যে সার্বিক গঠিত হয় একথা তিনি বেমালুম ভুলে গিয়েছেন। তাছাড়া বিশেষ থেকে আলাদা হয়ে সার্বিক কিভাবে প্রত্যয়ের জগতে বাস করে একথা প্লেটো স্পষ্ট করে বলতে পারেননি।

লিবনিজের অধিবিদ্যক বা আধ্যাত্মিক ভাববাদ

আদি সত্তার স্বরূপ ব্যাখ্যায় লিবনিজ এক অভিনব মতবাদ পেশ করেন। তাঁর মতে, আদি সত্তা হলো অবিভক্ত, অবিভাজ্য ও অস্তিত্বশীল। এ কথার সমর্থনে তিনি বলেন যে, যা বিভক্ত বা বিভাজ্য তা অবশ্যই ভঙ্গুর। আর যা ভঙ্গুর তা কখনো সত্য হতে পারে না। আদি সত্তা তাই অবিভাজ্য, পূর্ণ ও চিরন্তন। যা অপূর্ণ, বিভাজ্য ও সাময়িক তা অসত্য ও অনস্তিত্বশীল। এখন প্রশ্ন হলো, আদি সত্তা অবিভাজ্য হয়ে কি করে অস্তিত্ববান হতে পারে? লিবনিজ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গ্রিক পরমাণুবাদ ও কার্টেসীয় দার্শনিকদের মতবাদের মধ্যে এক সমন্বয় বিধানের

চেষ্টা করেন। গ্রিক পরমাণুবাদীরা বস্তুর পরমাণুকেই আদি সত্তা বলে মনে করেন। যাকে কোন অবস্থাতেই বিভক্ত করা যায় না তাকেই পরমাণু বলে। লিবনিজের মতে, পরমাণুগুলো জড়ীয় (material) বলে তারা কখনো অবিভাজ্য হতে পারে না। কেননা জড় পদার্থের বিস্তৃতি বলে একটি অপরিহার্য গুণ আছে। পরমাণুগুলো যেহেতু জড়ীয় সেহেতু তাদের বিস্তৃতি আছে। আর যার মধ্যে বিস্তৃতি গুণ রয়েছে তা অবশ্যই বিভাজ্য। তাই জড়ীয় পরমাণুকে কোন অবস্থাতেই আদি সত্তা বলা যায় না। পক্ষান্তরে, কার্টেসীয় মতে, গাণিতিক বিন্দু অবিভাজ্য হতে বাধ্য। কেননা গণিতে বিন্দু বলতে এমন কিছুকে বুঝায়, যার কোন দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নেই, তা সম্পূর্ণ অমূর্ত। আর এ কারণে অবিভাজ্য হয়েও অনস্তিত্বশীল। যা অনস্তিত্বশীল তা কখনো আদি সত্তা (ultimate reality) হতে পারে না।

চিৎ পরমাণু (Monad)

উপরোক্ত দুই পরস্পর বিরোধী মতের সমন্বয় করে লিবনিজ এমন এক পরমাণুর সন্ধান দিলেন, যা জড় পরমাণুর মত অস্তিত্বশীল হয়েও কার্টেসীয় বিন্দুর মত অবিভক্ত। লিবনিজের মতে, পরমাণু যদি চেতন ও আধ্যাত্মিক স্বভাবের অধিকারী হয় তাহলে তা একাধারে অবিভাজ্য ও অস্তিত্বশীল হতে বাধ্য। লিবনিজ এ আধ্যাত্মিক ও চেতনাপূর্ণ পরমাণুর নাম দেন মোনাড বা চিৎ পরমাণু।

সমালোচনা

লিবনিজের মতও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। লিবনিজ প্রথমে বহু চেতন পরমাণুর পরমত্বের বিশ্বাস নিয়ে দার্শনিক চিন্তা শুরু করলেও একাধিক স্বাধীন পরমাণুর পারস্পরিক শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করার জন্য অবশেষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নিতে বাধ্য হন। তাই এ দিকটি তার মতবাদের একটি মস্ত বড় দুর্বলতা বলে অনেকে মনে করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে ভাববাদী মত বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। লিবনিজের মোনাডতত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

২। প্লেটোর ধারণাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। প্লেটোর মতে পরম সত্তা হলো

(অ) ধারণার জগৎ (আ) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ

(ই) বিশেষ বস্তু (ঈ) ক্ষণস্থায়ী

২। দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদ শব্দটি প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়

(অ) দুটি অর্থে (আ) তিনটি অর্থে

(ই) চারটি অর্থে (ঈ) পাঁচটি অর্থে

৩। আধিবিদ্যক অর্থে ভাববাদের বিরোধী মতবাদ হিসেবে পরিচিত–

(অ) বাস্তববাদ (আ) জড়বাদ

(ই) বিচারবাদ (ঈ) বুদ্ধিবাদ

৪। আধ্যাত্মিক ও চেতনাপূর্ণ পরমাণুর নাম মোনাড দেন–

(অ) প্লেটো (আ) বার্কলি

(ই) লিবনিজ (ঈ) কান্ট

সত্য হলে 'স', মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। লিবনিজের মতে মোনাড অবিভাজ্য।

সঠিক উত্তর

১। (অ) ২। (অ) ৩। (আ) ৪। (ই)

১। স

পাঠ ৩

সত্তার প্রকৃতি : অজ্ঞেয়তাবাদ
Nature of Reality: Agnosticism

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞেয়তাবাদী মত উল্লেখ করতে পারবেন।
- এ মতবাদের সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

পরম বা আদি সত্তার স্বরূপ ব্যাখ্যায় এতক্ষণ আমরা জড়বাদ ও আধ্যাত্মিক ভাববাদ নিয়ে আলোচনা করলাম। জড়বাদ ও ভাববাদ পরস্পর বিরোধী মতবাদ। এ দুটি মতবাদের দোষ-ত্রুটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। মানুষের জ্ঞান সীমিত। তাই অসীম বিশ্বের ব্যাখ্যা দিতে মানুষের সীমিত জ্ঞান যথেষ্ট নয়। এজন্য হয়তো হার্বার্ট স্পেন্সার পরম ও আদি সত্তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে অজ্ঞেয়তাবাদ প্রচার করেন।

অজ্ঞেয়তাবাদ (Agnosticism)

পরম বা আদি সত্তার স্বরূপ ব্যাখ্যায় অজ্ঞেয়তাবাদকে এক ধরনের নেতিবাচক মত বলে অভিহিত করা যায়। এ মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকদের মতে, পরম সত্তা কেবল অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ই নয়; বরং আমাদের সীমিত জ্ঞানের আকার ও উপাদানে তাকে আদৌ উপলব্ধি করা যায় না।

পরম সত্তা প্রসঙ্গে কান্ট

কান্ট মানবীয় জ্ঞানের চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, মানুষের জ্ঞান কেবল পরিদৃশ্যমান বা অবভাসিক জগতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। মানব জ্ঞান প্রতিভাসিক জগতকে অতিক্রম করে কখনো অতীন্দ্রিয়লোকে পৌঁছাতে পারে না। তাঁর মতে, পরম সত্তার জ্ঞান মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

পরম সত্তা প্রসঙ্গে স্পেন্সার

হার্বার্ট স্পেন্সারের চিন্তাধারায় কান্টের উপরোক্ত মতেরই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। স্পেন্সারের মতে, মানবজ্ঞান সীমিত বিধায় অসীম ও অনন্ত পরম সত্তার জ্ঞান মানুষের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। পরম সত্তা স্বাধীন, স্বপ্রতিষ্ঠিত, সাশ্রয়ী ও অনপেক্ষ। কিন্তু মানবজ্ঞান সসীম ও পরাধীন। আর তাই পরম সত্তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় থাকতে বাধ্য।

মূল্যায়ন

অজ্ঞেয়তাবাদকে আমরা নিরপেক্ষ মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। অজ্ঞেয়তাবাদের প্রধান দুর্বলতা হলো, এ মতবাদ ভ্রান্তভাবেই নিরপেক্ষ, সাপেক্ষ, পরম সত্তা ও তার প্রতিভাসকে বিরোধী বলে অভিহিত করেছে। অজ্ঞেয়তাবাদীরা এ কথা হয়তো ভুলেই গিয়েছিলেন যে, এ সীমিত ও সাপেক্ষ জ্ঞানকে পেতে হলেও অনপেক্ষ বা নিরপেক্ষ জ্ঞানের সাথে তাকে সংযুক্ত করে দেখা প্রয়োজন। তাছাড়া পরম সত্তাকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলে প্রচার করে অজ্ঞেয়তাবাদীরা মানব মনের স্বাভাবিক আগ্রহকেই বাধাগ্রস্থ করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞেয়তাবাদী মত বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে কান্টের অজ্ঞেয়তাবাদী মত বর্ণনা করুন।

২। সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে স্পেন্সারের অজ্ঞেয়তাবাদী মত বর্ণনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। পরম সত্তার স্বরূপ ব্যাখ্যায় অজ্ঞেয়তাবাদকে অভিহিত করা হয় এক ধরনের–

(অ) ইতিবাচক মত বলে (আ) নেতিবাচক মত বলে

(ই) বৈজ্ঞানিক মত বলে (ঈ) লৌকিক মত বলে

২। কান্টের মতে মানব-জ্ঞান পৌঁছাতে পারে না–

(অ) অতীন্দ্রিয়লোকে (আ) প্রতিভাসিক জগতে

(ই) রূপের জগতে (ঈ) পাপের জগতে

৩। পরম সত্তা স্বাধীন, স্বপ্রতিষ্ঠিত, সাশ্রয়ী ও অনপেক্ষ–

(অ) কান্টের মতে (আ) ডেকার্টের মতে

(ই) লকের মতে (ঈ) স্পেন্সারের মতে

৪। অজ্ঞেয়তাবাদী দার্শনিক হলেন-

(অ) কান্ট, হেগেল (আ) কান্ট, স্পেন্সার

(ই) মূর, রাসেল (ঈ) লক, বার্কলি

সঠিক উত্তর ঃ

১। (আ) ২। (অ) ৩। (ঈ) ৪। (আ)

পাঠ ৪

সত্তার সংখ্যা : বহুত্ববাদ
Number of Reality: Pluralism

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- পরম সত্তা বা আদি উপাদান সম্পর্কে বহুত্ববাদী মত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার বহুত্ববাদী মত উল্লেখ করতে পারবেন।
- আদি উপাদানের সংখ্যা সংক্রান্ত ধারণা বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ভূমিকা

ইতিপূর্বে আমরা পরম সত্তা বা আদি উপাদানের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা পরম সত্তা বা আদি উপাদানের সংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে আলোচনা করবো। আদি উপাদান বা পরম সত্তার সংখ্যার ব্যাপারে দার্শনিকরা বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। এ সম্পর্কে তিনটি মতবাদ আছে : একত্ববাদ, দ্বৈতবাদ ও বহুত্ববাদ। বর্তমান পাঠে আমরা বহুত্ববাদ নিয়ে এবং পরবর্তী পাঠ দুটিতে দ্বৈতবাদ ও একত্ববাদ নিয়ে আলোচনা করবো। আসুন প্রথমে বহুত্ববাদ নিয়ে আলোচনা করি।

বহুত্ববাদ (Pluralism)

বহুত্ববাদের প্রধান যুক্তি এই যে, এ বিশ্বজগৎ বিভিন্ন উপাদানে পরিপূর্ণ। এসব উপাদান স্বতন্ত্র এবং একটি থেকে অন্যটি পৃথক ও বিচ্ছিন্ন। পরিদৃশ্যমান জগৎ বৈচিত্র্যে ভরা। এই বৈচিত্র্যই প্রমাণ করে যে, এ পরিদৃশ্যমান জগতের পেছনে অসংখ্য সত্তা রয়েছে। এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের আসল রূপ এক বা দুয়ের মধ্যে পাওয়া যায় না। এর সন্ধান মিলে একমাত্র বহুত্বের মাঝে। বহুত্ববাদের সারকথা এই যে, এ বিশ্বজগৎ বহু মূল উপাদান বা সত্তার সংযোগের ফলে গঠিত। বহুত্ববাদের প্রথম আলোচনা পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এম্পিডক্লিসের দর্শনে। তিনি সত্তাকে, আগুন, পানি, মাটি ও বায়ু নামক চারটি মূল উপাদানে বিভক্ত করেন। তাঁর মতে, এই চারটি মূল উপাদানের সমন্বয়ে যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি। এরপর গ্রিক পরমাণুবাদীরা বহু পরমাণু দ্বারা এ জগৎ গঠিত বলে ঘোষণা করেন।

বহুত্ববাদের প্রকৃতি আলোচনা করলে আমরা এর নঞর্থক ও সদর্থক বলে দুটি দিক দেখতে পাই। নঞর্থক দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যায়, বহুত্ববাদ একত্ববাদ ও দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। একত্ববাদ বা অদ্বৈতবাদ মনে করে সত্তা এক এবং দ্বৈতবাদ মনে করে সত্তা দুই। কিন্তু বহুত্ববাদের মতে, সত্তা একও নয়, দুইও নয়, বরং বহু। আবার

সদর্থক দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বহুত্ববাদ পরিদৃশ্যমান জগতের আড়ালে বহু সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করে। বহুত্ববাদীদের মতে, কতগুলো স্বনির্ভর ও স্বতন্ত্র উপাদান বা সত্তা নিয়ে এ বিশ্বজগৎ গঠিত। কিন্তু এসব উপাদান বা সত্তার স্বরূপ কী বা সংগঠন কিরূপ তা নিয়ে আমাদের মনে প্রশ্নের সৃষ্টি হতে পারে। বহুত্ববাদে সত্তার প্রকৃতি ও সংখ্যা সম্পর্কে প্রধানত দুটি মতবাদ দেখা যায় : জড়াত্মক বহুত্ববাদ বা পরমাণুবাদ এবং আধ্যাত্মিক বহুত্ববাদ বা চিৎ পরমাণুবাদ। দর্শনের ইতিহাসে আরো দুটি মতবাদ দেখা যায় এবং এগুলো হলো প্রয়োগবাদী বহুত্ববাদ ও নব্য বাস্তববাদী বহুত্ববাদ।

জড়াত্মক বহুত্ববাদ বা জড় পরমাণুবাদ (Materialistic Pluralism or Atomism)

পাশ্চাত্য দর্শনে গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস এ জড়াত্মক বহুত্ববাদ বা পরমাণুবাদের প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে, কোন দ্রব্যকে যদি ক্রমাগত বিভক্ত করা হয়, তাহলে এমন স্তরে পৌঁছবে যে আর বিভক্ত করা যাবে না। এই অবিভাজ্য কণাগুলোর নামই পরমাণু। এ পরমাণুগুলোর সংমিশ্রণ ও বিমিশ্রণের ফলেই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয়েছে।

বিজ্ঞানী ডাল্টন ডেমোক্রিটাসের মতকে সমর্থন করেন এবং বলেন যে, পরমাণু নিশ্চল জড় এবং বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে শুধু পরিমাণগত পার্থক্য আছে। পরমাণুবাদের মতে, স্বনির্ভর অসংখ্য জড়াত্মক পরমাণু বিক্ষিপ্ত অবস্থায় মহাশূন্যে সৃষ্টির শুরুতে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ছিল। এই পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গতির কারণে আকস্মিকভাবে পরমাণুগুলোর সংযোগ ও বিয়োগের ফলেই জড় জগতের উৎপত্তি। এই জড় পরমাণু থেকেই প্রাণ ও জীবদেহের সৃষ্টি হয়। আর জীব দেহের স্নায়ুকেন্দ্র ও মস্তিষ্ক থেকেই মন বা চেতনার আবির্ভাব। এ মতবাদ অনুসারে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের কল্পনা ব্যতিরেকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। তাই এ মতবাদ জগৎ প্রক্রিয়ার মূলে কোনো উদ্দেশ্য বা পরিণতিকে স্বীকার করে না।

সমালোচনা

জড় পরমাণুবাদের বিরুদ্ধে সাধারণত যেসব আপত্তি উত্থাপিত হয়, সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

এক. জগৎ অসংখ্য জড় পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে– এ হলো জড় পরমাণুবাদের মূল সূত্র। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কিভাবে এ অচেতন, বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন জড় পরমাণু সুশৃঙ্খল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্ব জগতের সৃষ্টি করতে পারে? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর এ মতবাদে নেই।

দুই. পরমাণুবাদ বিনা প্রমাণেই পরমাণুর অস্তিত্ব, জড়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও সংযোগ-বিয়োগের গতি স্বীকার করে নেয়। এমনকি এসব অনুমানের সমর্থনে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণের অবতারণা করা হয়নি।

তিন. অন্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বা অচেতন জড় পরমাণু থেকে কিভাবে প্রাণের উৎপত্তি হতে পারে? এ সম্পর্কে কোন সুষ্ঠু ব্যাখ্যা জড় পরমাণুবাদে দেয়া হয়নি।

চার. মন বা চেতনা জড় শক্তির জটিলতর রূপ হতে পারে না। মন বা চেতনা মস্তিষ্কের ক্রিয়া-এ অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়; কেননা অচেতন জড় থেকে চেতনার উৎপত্তি সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রাণশক্তি ও মন বা চেতনা জড় থেকে উচ্চতর ও ভিন্ন প্রকৃতির।

পাঁচ. জড় পরমাণুবাদ যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জগতের সংগঠন ও ঐক্য সম্পর্কে যে মত দেয় তা যুক্তিসঙ্গত নয়।

আধ্যাত্মিক বহুত্ববাদ বা চিৎ পরমাণুবাদ (Spiritualistic Pluralism or Monadism)

জার্মান দার্শনিক লিবনিজ চিৎ পরমাণুবাদের প্রবর্তক। তাঁর মতে, এ বিশ্বজগৎ জড় পরমাণু দ্বারা গঠিত নয়, বরং চিৎ পরমাণুর দ্বারা গঠিত। লিবনিজ গ্রিক পরমাণুবাদীদের মতবাদের সমালোচনা করে বলেন যে, চিৎ পরমাণুই জগতের মূল বা আদি উপাদান। এসব চিৎ পরমাণু সংখ্যায় অসংখ্য এবং এগুলো সক্রিয় (active), অবিভাজ্য ও আধ্যাত্মিক।

প্রয়োগবাদী বহুত্ববাদ (Pragmatic Pluralism)

প্রয়োগবাদের অন্যতম প্রবক্তা উইলিয়াম জেমস্ (১৮৪২-১৯১০) হেগেলের একত্ববাদ বা অদ্বৈতবাদকে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এ বিশ্বজগৎ পরমসত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। যদি তাই হবে তাহলে এ বিশ্বজগৎ 'আবদ্ধ জগৎ' (Blocked Universe) এ পরিণত হবে। জগতে বৈচিত্র্য, নতুনত্ব ও স্বাধীনতার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। তাঁর মতে, এ বিশ্বজগৎ বহু বিচ্ছিন্ন বস্তুর সমষ্টি। বিচ্ছিন্নতা ও বৈচিত্র্যই এ বিশ্ব জগতের আদিম ও আসল রূপ। এসব বিচ্ছিন্ন বস্তু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়েও কোন ঐক্য গঠন করেনি। এ বিশ্বজগৎ বিচিত্র ও অভিনব। এ জগৎ এক নয়, বরং বহু। স্বাধীন, অভিনব ও বিচিত্র সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতির সম্ভাবনায় এ বিশ্বজগতে ঐক্যহীন অজস্রের সমাবেশ বিদ্যমান। তিনি এ বিশ্ব জগতকে শুধু ঈশ্বর-নিরপেক্ষ নয়, ব্যক্তি মন-নিরপেক্ষ হিসেবেও দেখার সুপারিশ করেন।

সমালোচনা

জেমস্ এ জগতকে ঈশ্বর ও ব্যক্তি মন-নিরপেক্ষ করতে গিয়ে এ বিশ্ব জগতকে এক বিশৃঙ্খলার রাজত্বে ঠেলে দিয়েছেন। এ বিশ্বজগৎ হচ্ছে এক নিয়মের রাজত্ব এবং এ হচ্ছে এক সুসংবদ্ধ ও সুসংহত পরম ঐক্য। বৈচিত্র্য ও সামঞ্জস্য হলো বিশ্ব জগতের দুটি রূপ। ঐক্য ছাড়া বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্য ছাড়া ঐক্য কল্পনা করা যায় না। তাই প্রয়োগবাদী বহুত্ববাদ একটি চরম মতবাদ, এটি বিশ্ব জগতের স্বরূপ ও সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম নয়।

নব্য বাস্তববাদী বহুত্ববাদ (Neo Realistic Pluralism)

ভাববাদের বিরুদ্ধ মতবাদ হিসেবে নব্য বাস্তববাদের উৎপত্তি। নব্য বাস্তববাদীরা ভাববাদীদের অদ্বৈতবাদকে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, এ বিশ্বজগতে চেতনা বা মন-নিরপেক্ষ বস্তুর স্বাধীন সত্তা রয়েছে। এ জগতে যেমন মন রয়েছে তেমনি স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট বহু বস্তুও রয়েছে। আর বস্তুকে মন সরাসরি জানতে পারে। তাঁদের মতে, এ বিশ্বে কোন আঙ্গিক ঐক্য নেই এবং

বহু-ই সত্য। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, সে সম্পর্ক অভ্যন্তরীণ নয় বরং বাহ্য সম্পর্ক। ভাববাদীরা এ সম্পর্ককে অভ্যন্তরীণ বলে ভাবেন। অর্থাৎ একটি বস্তু অন্য বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হলে ঐ বস্তুর পরিচয় ও প্রকৃতি বদলে যায়। কিন্তু নব্য বাস্তববাদীরা এ মতবাদ স্বীকার করেন না।

নব্য বাস্তববাদীদের কারো কারো মতে, মনও নয় বা জড়বস্তুও নয়, বরং নিরপেক্ষ পদার্থ (neutral entities) হলো জগতের আদি উপাদান, যা এক প্রেক্ষিতে ভৌতিক (physical) এবং অন্য প্রেক্ষিতে মানসিক (mental) বলে প্রতীয়মান হয়। দেশ ও কালে যেসব বস্তু আছে, সেগুলোর প্রকাশমান সত্তা বা অস্তিত্ব (existence) আছে। সংখ্যা, সম্বন্ধ, দেশ, মূল্য ইত্যাদিও বাস্তব ও সত্য। কিন্তু এগুলোর দেশ ও কালে অস্তিত্ব বা প্রকাশ নেই, বরং এগুলোর বিদ্যমানতা (subsistence) আছে। জড়, প্রাণ ও মন হলো বিভিন্ন স্তরের সত্তা। প্রাণের জড় থেকে এবং মনের স্নায়ুতন্ত্র থেকে উন্মেষ ঘটেছে। তাঁদের মতে, এ বিশ্বজগৎ পরমাত্মার প্রকাশ নয়, এরূপ ধারণা অলীক কল্পনামাত্র। বহু বস্তুর সমষ্টি নিয়ে এ বিশ্বজগতের সৃষ্টি।

সমালোচনা

নব্য বাস্তববাদীরা বস্তুর অভ্যন্তরীণ সম্পর্ককে অস্বীকার করে বস্তুর অস্তিত্বের ও ঐক্যের কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। তাছাড়া, এ জগৎ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র বস্তুর সমষ্টিমাত্র নয়। এ জগতে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটা ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যতা আছে। তাঁরা নিরপেক্ষ পদার্থ, বিদ্যমানতা ইত্যাদি ধারণা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

বহু ঈশ্বরবাদ বা বহু দেবদেবীবাদ (Polytheism)

বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি তত্ত্ব ছাড়া ধর্মের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বহু দেবতায় বিশ্বাস করেন। প্রাচীন গ্রিক, রোমান ও মিশরীয়রা বহু দেবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাকৃতিক শক্তির পশ্চাতে তাঁরা একাধিক দেবতার সত্তায় বিশ্বাস করতেন। বিভিন্ন দেবতা বিভিন্ন বিভাগের কার্য সম্পাদন করতেন। ফলে জগতকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে বিভিন্ন দেবতার অধীন করা হয়। তাঁরা দেবতার মধ্যে মানুষের গুণের অনুরূপ গুণ যেমন– ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও অনুভূতি ইত্যাদি আছে বলে বিশ্বাস করতেন।

আমরা এ আলোচনায় দেখেছি যে, বহুত্ববাদ একটি সন্তোষজনক মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। বহুর মাঝে যে ঐক্য আমরা দেখতে পাই তা তাঁরা ব্যাখ্যা করতে পারেননি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বহুত্ববাদ কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২। বহুত্ববাদ ও বহু ঈশ্বরবাদের সম্পর্ক কিরূপ? এ প্রসঙ্গে বহু ঈশ্বরবাদ আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। জড়াত্মক বহুত্ববাদ আলোচনা করুন।

২। আধ্যাত্মিক বহুত্ববাদ আলোচনা করুন।

৩। নব্য বাস্তববাদী বহুত্ববাদ আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। যে মতবাদ জগতের অন্তরালে অসংখ্য জড় পরমাণুকে স্বীকার করে তাকে বলা হয়

(অ) জড়বাদী বহুত্ববাদ (আ) আধ্যাত্মিক পরমাণুবাদ

(ই) প্রয়োগবাদী বহুত্ববাদ (ঈ) দ্বৈতবাদ

২। প্রয়োগবাদী বহুত্ববাদের মতে, এ জগতের আসল রূপ হলো

(অ) শৃঙ্খলা (আ) বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব

(ই) নিরপেক্ষতা (ঈ) ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত

৩। বৈচিত্র্যই প্রমাণ করে, পরিদৃশ্যমান জগতের পিছনে অসংখ্য সত্তা রয়েছে- এ বক্তব্য

(অ) একত্ববাদের (আ) দ্বৈতবাদের

(ই) বহুত্ববাদের (ঈ) অজ্ঞেয়তাবাদের

৪। উইলিয়াম জেমস কোন বহুত্ববাদের সমর্থক

(অ) জড়াত্মক বহুত্ববাদ (আ) আধ্যাত্মিক বহুত্ববাদ

(ই) প্রয়োগবাদী বহুত্ববাদ (ঈ) নব্য বাস্তববাদী বহুত্ববাদ

সত্য হলে 'স', মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। বহুত্ববাদের মতে, এ বিশ্ব বহু মূল উপাদান দ্বারা গঠিত।

২। পরিকল্পিতভাবে পরমাণুগুলোর সংযোগ ও বিয়োগের ফলেই জড় জগতের উৎপত্তি।

৩। লিবনিজের মতে, এ বিশ্বজগৎ অসংখ্য সক্রিয় ও অবিভাজ্য চিৎপরমাণু দ্বারা গঠিত।

৪। উইলিয়াম জেমস্‌ের মতে, এ বিশ্বজগৎ পরম সত্তার বহিঃপ্রকাশ।

৫। নব্য বাস্তববাদীদের মতে, নিরপেক্ষ পদার্থ দ্বারা এ জগৎ গঠিত।

সঠিক উত্তর

১। (অ) জড়বাদী বহুত্ববাদ ২। (আ) বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব ৩। (ই) বহুত্ববাদের
৪। (ই) প্রয়োগবাদী বহুত্ববাদ

১। স ২। মি ৩। স ৪। মি ৫। স

পাঠ ৫

সত্তার সংখ্যা : দ্বৈতবাদ
Number of Reality: Dualism

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- পরম সত্তা বা আদি উপাদান সম্পর্কে দ্বৈতবাদী মত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দ্বৈতবাদী মতের ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকা

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা পরম সত্তা বা আদি উপাদানের সংখ্যা সম্পর্কিত বহুত্ববাদী মত নিয়ে আলোচনা করেছি। বর্তমান পাঠে আমরা দ্বৈতবাদী মত নিয়ে আলোচনা করবো। দ্বৈতবাদের মূলকথা হলো পরম সত্তা একও নয়, বহুও নয়, বরং দুটি। আসুন এখন আমরা দ্বৈতবাদ নিয়ে আলোচনা করি।

দ্বৈতবাদ (Dualism)

যে মতবাদ দুটি স্বতন্ত্র ও পরস্পর নিরপেক্ষ সত্তাকে বিশ্ব জগতের আদি বা মূল উপাদান বলে গণ্য করে তাকে দ্বৈতবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ মতবাদের মূলকথা হলো, জগতে মন ও জড় বলে দুটি মৌলিক ও আদিম উপাদান আছে। এ উপাদান দুটি পরস্পর স্বতন্ত্র সত্তা। এদের একটিকে অন্যটিতে পরিবর্তন করা চলে না। জগতের সব অস্তিত্বশীল বস্তুকেই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

দ্বৈতবাদ : ডেকার্ট

দর্শনের ইতিহাসে দ্বৈতবাদের একটি স্থায়ী আসন আছে। এর মূলে আছে দুটি বিশেষ কারণ। প্রথমত দ্বৈতবাদ একটি মৌলিক মতবাদ। এ মতবাদ সাধারণ লোকের কাছে বেশ প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য। কেননা এর সাহায্যে সুন্দর ও অসুন্দর, ভাল ও মন্দ, শান্ত ও অশান্ত ইত্যাদি বিষয় সহজে বিশ্লেষণ করা যায়।

দ্বিতীয়ত আধুনিক দর্শনের জনক ডেকার্টের প্রভাবের ফলে দ্বৈতবাদ পাশ্চাত্য দর্শনে এক স্থায়ী আসন করে নেয়। তাই অনেক সময় ডেকার্টকে বলা হয় দ্বৈতবাদের প্রবর্তক। ডেকার্টের মতে, জড় হচ্ছে চেতনাহীন বিস্তৃত পদার্থ, আর মন হচ্ছে বিস্তৃতিহীন চেতন পদার্থ। জড় ও মন তাই দুটি বিরোধী সত্তা। এ দুটি সত্তা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে খোদারূপ পরম সত্তা দ্বারা। এজন্য এ

মতবাদের আরেক নাম নিয়ন্ত্রিত দ্বৈতবাদ। যে দ্বৈতবাদ নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে না তাকে বলা হয় চরম দ্বৈতবাদ।

দ্বৈতবাদ : প্রাচীন গ্রিক দর্শন

ফরাসি দার্শনিক ডেকার্টকে যদিও দ্বৈতবাদের প্রবর্তক বলা হয়, প্রাচীন গ্রিক দর্শনেও এ দ্বৈতবাদের অনেক সাক্ষ্য মেলে। যদিও প্রাচীন গ্রিক দর্শনের মাইলেশীয় সম্প্রদায়ের তিন দার্শনিক- থেলিস, এনাক্সিম্যান্ডার ও এনাক্সিমিনিস জড়কে একমাত্র সত্তা বলে মনে করতেন, তবুও তাঁরা বস্তুতে প্রাণের অস্তিত্বকে স্বীকার করে বা নিয়ন্ত্রণ কর্তাকে স্বীকার করে একত্ববাদের পরিবর্তে দ্বৈতবাদ প্রচার করেন। এম্পিডক্লিস চারটি উপাদানের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এ চারটি উপাদানের সংমিশ্রণে লোপ ও পরিবর্তন ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি অনুরাগ ও বিরাগ নামক দুটি মনস্তাত্ত্বিক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। এনাক্সাগোরাস জড় ও মানস সত্তার কল্পনা করেন। প্লেটো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও ইন্দ্রিয়াতীত জগতের বিশেষ ও সামান্যের দ্বৈততা স্বীকার করেন। অ্যারিস্টটল উপাদান ও আকারের দ্বৈততা স্বীকার করেন।

দ্বৈতবাদ : মধ্যযুগ

মধ্যযুগের দর্শনেও দেহ-মনের দ্বৈততার একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সেন্ট অগাস্টিনের দর্শনে, বিশেষ করে দেহ ও মনের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। দেহ বা বস্তু নশ্বর, আর আত্মা অবিনশ্বররূপেই এদের মতবাদে স্থান পেয়েছে।

দ্বৈতবাদের সমালোচনা

দ্বৈতবাদ সাধারণ মানুষের কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হলেও দার্শনিক বিচারে খুব সার্থক মতবাদ নয়। ডেকার্ট যেভাবে দেহ-মনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন তা স্বীকার করে নিলে মানুষের মধ্যে দেহ-মনের সম্বন্ধটি একটি রহস্যময় হেঁয়ালিতে পর্যবসিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ডেকার্টের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ দেহ-মন সম্পর্কের কোন সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। ডেকার্ট যে পিনিয়াল গ্রন্থির মাধ্যমে দেহ-মনের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন সেই পিনিয়াল গ্রন্থিও কিন্তু বিশেষ ধরনের একটি জড় পদার্থ। হোয়াইটহেড তাই দুঃখ করে বলেছেন যে, ডেকার্টের দ্বৈতবাদ পরবর্তী দার্শনিক চিন্তাধারাকে বিষাক্ত করে তুলেছে।

এই দ্বৈতবাদের উপর ভিত্তি করেই ধর্ম-দর্শনের ইতিহাসে দ্বীশ্বরবাদ (Ditheism) এর উৎপত্তি ঘটেছে। দ্বীশ্বরবাদে ঈশ্বরের দুটি রূপ কল্পিত হয়েছে। একটি হচ্ছে তাঁর কল্যাণের দিক, আর অন্যটি হচ্ছে তাঁর অকল্যাণের দিক। পারসিকরা কল্যাণের দেবতাকে 'আহুরা-মাজদা' আর অকল্যাণের দেবতাকে 'আহরিমান' বলে অভিহিত করে থাকেন। বলা যায়, এই দ্বৈতবাদের প্রভাবেই বৈষ্ণব চিন্তাধারায় রাধা-কৃষ্ণ প্রতীতি বিস্তার লাভ করেছে। তবে সম্ভাব্য দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও দ্বৈতবাদের দার্শনিক তাৎপর্যকে অস্বীকার করা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। দ্বৈতবাদ কী? দ্বৈতবাদের একটি ঐতিহাসিক বিবরণ দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। প্রাচীন গ্রিক দর্শনের দ্বৈতবাদী চিন্তাধারা বর্ণনা করুন।

২। দ্বৈতবাদের সমালোচনা লিখুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। আধুনিক দ্বৈতবাদের প্রবর্তক হলেন

(অ) স্পিনোজা (আ) ডেকার্ট

(ই) লিবনিজ (ঈ) প্লেটো

২। দ্বৈতবাদের মতে পরম সত্তা হলো

(অ) একটি (আ) বহু

(ই) অনির্ধারিত (ঈ) দুটি

৩। যে দ্বৈতবাদ কোন নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে না তাকে বলা হয়–

(অ) অনিয়ন্ত্রিত দ্বৈতবাদ (আ) নিয়ন্ত্রিত দ্বৈতবাদ

(ই) কঠোর দ্বৈতবাদ (ঈ) চরম দ্বৈতবাদ

৪। সেন্ট অগাষ্টিন হলেন

(অ) প্রাচীন যুগের দ্বৈতবাদী (আ) মধ্যযুগের দ্বৈতবাদী

(ই) বর্তমান যুগের দ্বৈতবাদী (ঈ) আধুনিক যুগের দ্বৈতবাদী।

সঠিক উত্তর

১। (আ) ২। (ঈ) ৩। (ঈ) ৪। (আ)

পাঠ ৬

সত্তার সংখ্যা : একত্ববাদ
Number of Reality: Monism

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- একত্ববাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- একত্ববাদ, দ্বৈতবাদ ও বহুত্ববাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকারের একত্ববাদ বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

আমরা পূর্বের দুটি পাঠে আদি উপাদান বা পরম সত্তা সম্পর্কে দ্বৈতবাদ ও বহুত্ববাদ এবং এদের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু মতবাদগুলোর সমালোচনায় দেখেছি একটিও যুক্তিসঙ্গত নয়। এবার আমরা এ দুটির বিপরীত মতবাদ একত্ববাদ এবং তার নানা প্রকার নিয়ে আলোচনা করবো।

একত্ববাদ বা অদ্বৈতবাদ (Monism)

একত্ববাদের সংজ্ঞা

যে মতবাদ পরম সত্তা বা আদি উপাদানকে এক বা অদ্বৈত (One) বলে ব্যাখ্যা করে তাকে একত্ববাদ বলা হয়। এ মতের অনুগামীদের মতে, জগৎ কেবল একটি মৌলিক উপাদান বা সত্তা নিয়ে গঠিত। এ মতবাদের নঞর্থক ও সদর্থক দুটি দিক আছে। প্রথমত একত্ববাদ বহুত্ববাদ ও দ্বৈতবাদের অসারতা প্রমাণ করতে সচেষ্ট। দ্বিতীয়ত একত্ববাদ বিশৃঙ্খল জগতের ভেতর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

বহুত্ববাদ ও দ্বৈতবাদ প্রসঙ্গে একত্ববাদ

বহুত্ববাদ ও দ্বৈতবাদের অসারতা প্রমাণ করতে গিয়ে একত্ববাদ উল্লেখ করে যে, বহুত্ববাদ বিচিত্র সত্তার অস্তিত্বের মধ্যে জাগতিক বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করে বটে; কিন্তু বিভিন্ন সত্তার অনিবার্য ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। কাজেই বহুত্ববাদ ঐক্যপূর্ণ জগতের ব্যাখ্যা হিসেবে সার্থক মতবাদ নয়। আবার দ্বৈতবাদ দুটি বিপরীতধর্মী সত্তার প্রকল্পের মাঝে জগতকে দ্বিখন্ডিত ও পরস্পর সম্পর্কবিযুক্ত করে তোলে। সুতরাং এ মতবাদ পরম সত্তার সঠিক প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারে না। জগতের বিভিন্ন বস্তু যদি বিচ্ছিন্ন হয় তবে তাদের স্বরূপ কখনো জানা যাবে না।

একত্ববাদের পক্ষে যুক্তি

দ্বৈতবাদ ও বহুত্ববাদের অসারতার উপর যে মতবাদ উৎপত্তি লাভ করে তা হলো একত্ববাদ। একত্ববাদীরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নোক্ত দুটি যুক্তির অবতারণা করেন:

এক. যদি জগতের সকল বস্তুকে অন্য সকল বস্তুর সাথে আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কম-বেশি অনিবার্য ও আন্তর সম্বন্ধে সংবদ্ধ বলে মনে করি তাহলে একত্ববাদকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ ও কার্যের মধ্যবর্তী সম্বন্ধকে অনিবার্য সম্বন্ধ বলা যায়। এই কারণ ও কার্যের অনিবার্য সম্বন্ধই একত্ববাদের স্বীকৃতি ঘোষণা করে।

দুই. এ যুক্তিটি মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেয়া হয়েছে। বস্তুত মানুষ স্বাভাবিকভাবেই 'বহুর মধ্যে এক', 'বিভেদের মধ্যে ঐক্য' সন্ধান করতে চায়। মানুষ প্রথমে জগতকে ঐক্যহীন দেখলেও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর ভেতরে অনিবার্য ঐক্য খুঁজে পায়। এ সম্পর্ক বা ঐক্য কেবল বাহ্য সম্পর্ক নয়। জগতে আন্তর সম্পর্কের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। মন ও জড় একই ঐক্যের বিভিন্ন প্রকাশ। বিচিত্র এ জগৎ সে একই ঐক্যের অবভাসমাত্র।

একত্ববাদের প্রকারভেদ

পরম সত্তার সংখ্যা সম্পর্কিত একত্ববাদী ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্তকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : অমূর্ত একত্ববাদ (Abstract Monism) ও মূর্ত একত্ববাদ (Concrete Monism)।

অমূর্ত একত্ববাদ (Abstract Monism)

শংকরের অমূর্ত একত্ববাদ : ভারতীয় মহাবৈদান্তিক আচার্য শংকর ও পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পিনোজা অমূর্ত *(abstract)* একত্ববাদের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি। শংকরের মতে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। একমাত্র ব্রহ্মেরই সত্তা আছে। জীব ও ব্রহ্ম এক এবং অভিন্ন। বহুত্বের ধারণা সম্পূর্ণ অলীক। কিন্তু অবিদ্যা বা অজ্ঞতার কারণে দৃশ্যময় জগতকে সত্য বলে মনে হয়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা প্রতিভাস ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি উদাহরণস্বরূপ বলেন, অন্ধকারে আকাঁ-বাঁকা রশিকে যেমন আমরা সর্প বলে ভাবি, তেমনি অবিদ্যার কারণে প্রতিভাসিক জগতকেও আমরা সত্য বলে ভাবি। আসলে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর বাকি সবই তার অসার বা মায়ার বিলাসমাত্র।

স্পিনোজার অমূর্ত একত্ববাদ : পাশ্চাত্য দর্শনে স্পিনোজা হচ্ছেন অমূর্ত একত্ববাদের একজন সফল প্রতিনিধি। স্পিনোজার মতে, যা সাশ্রয়ী, স্বনির্ভর, যা নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্য কোন সত্তার উপর নির্ভরশীল নয় তাকেই বলে দ্রব্য। তাঁর মতে, ঈশ্বরই একমাত্র অস্তিত্বের জন্য কোন সত্তার উপর নির্ভরশীল নয়। তাই ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য। তিনিই একমাত্র চরম ও পরম সত্য। তাঁর বাইরে কোন সত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বরই সব, সবই ঈশ্বর। এ কারণে স্পিনোজার এ মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) বলা হয়। এ ঈশ্বরকে একমাত্র ধারণার মাধ্যমেই জানা যায়, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে নয়।

সমালোচনা

অমূর্ত একত্ববাদ বিভিন্ন মহল থেকে তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে :

এক. সমালোচকদের মতে, অমূর্ত একত্ববাদ এক ধরনের চরম মতবাদ। অমূর্ত একত্ববাদীরা ঐক্য ও অনৈক্য, একত্ব ও বহুত্ব যে পরস্পরসাপেক্ষ, এদের একটাকে বাদ দিলে যে অপরটি অর্থহীন হয়ে পড়ে একথা উপলব্ধি করতে পারেননি।

দুই. অমূর্ত একত্ববাদ সাদা-কালো, শুভ-অশুভ, সত্য-মিথ্যা ও আলো-আধারের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। এ মতবাদ যাবতীয় ভেদাভেদ অস্বীকার করে বসেছে। এতে করে আমাদের নৈতিক জীবন বাধাগ্রস্থ হয়, কর্ম-জীবনে আমাদের দায়িত্ববোধ অস্বীকৃত হয়ে পড়ে।

তিন. অমূর্ত একত্ববাদ ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত। তাই দার্শনিক বিচারে এ মতবাদ কতটুকু যুক্তিনির্ভর তা অবশ্যই মূল্যায়নের অপেক্ষা রাখে।

চার. অমূর্ত একত্ববাদীরা অভিজ্ঞতার জগতকে অলীক ও মিথ্যা বলে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু চোখ খুললেই আমরা যে জগৎ দেখি এবং যে জগতে বিচরণ করি তাকে আমরা অস্বীকার করি কিভাবে?

মূর্ত একত্ববাদ (Concrete Monism)

রামানুজের মূর্ত একত্ববাদ : ভারতীয় দার্শনিক রামানুজ ও পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেল মূর্ত একত্ববাদের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি। তাছাড়া জন কেয়ার্ড ও যোসিয়া রয়েস প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকরাও এ মতবাদের সমর্থক। রামানুজের মতে, ব্রহ্ম হচ্ছে এক আদি ও সগুণ সত্তা। তিনি নির্গুণ নন। তিনি অনেক গুণের অধিকারী। সৎ, চিৎ ও আনন্দ হচ্ছে ব্রহ্মের তিনটি প্রধান গুণ। ব্রহ্ম সত্য বলে তাঁর সৃষ্টি জগতও সত্য। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রক।

হেগেলের মূর্ত একত্ববাদ : হেগেলের মতে, এ পদার্থিক জগৎ (physical world) অলীক বা কল্পনাপ্রসূত নয়। এ জগৎ অনপেক্ষ পরম সত্তারই এক পরিপূর্ণ প্রকাশ। তিনি সম্পূর্ণ একক সত্তা। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের মধ্য দিয়েই অহরহ তিনি নিজেকে প্রকাশ করে চলেছেন। পরমসত্তা ও তার সৃষ্টিজগৎ পরস্পরসাপেক্ষ। পরম সত্তা ব্যতিত পার্থিব জগৎ যেমন অর্থহীন, তেমনি পার্থিব জগৎ ব্যতিত পরম সত্তাও অর্থহীন। একক ছাড়া যেমন বৈচিত্র্য অর্থহীন তেমনি বৈচিত্র্য ছাড়াও একক অর্থহীন। বৈচিত্র্যের মাধ্যমেই আমরা এককের স্বরূপ ও তাৎপর্যকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারি। ঐক্য ও বৈচিত্র্য, একক ও অনন্ত আসলে পরম সত্তারই দুটি অবিচ্ছেদ্য দিকমাত্র।

হেগেল পরম সত্তাকে পরম সত্য বলে অভিহিত করেন। এ পরম সত্তাই বিভেদের মধ্যে ঐক্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং অনন্তের মধ্যে একক সত্তা হিসেবে সদা বিরাজিত। তিনি জগতের মধ্যে এবং বাইরে সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত। আর এ কারণেই এ মতবাদ সর্বধরেশ্বরবাদ (Panetheism) নামে সমধিক পরিচিত। স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদের সাথে এ মতবাদের প্রধান পার্থক্য হলো এই যে, স্পিনোজা যেখানে পরম সত্তাকে সম্পূর্ণ অমূর্ত এবং বহুত্ব ও জাগতিক বৈচিত্র্যের সম্পর্কবর্জিত বলে মনে করেন; হেগেল সেখানে পরম সত্তাকে সম্পূর্ণ মূর্ত এবং বহুত্ব ও জাগতিক বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করেন। স্পিনোজার মতে এ জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা, কিন্তু হেগেলের মতে জগৎ সত্য।

সমালোচনা

পরম সত্তার স্বরূপ সংক্রান্ত মতবাদ হিসেবে অনেকেই মূর্ত একত্ববাদকে একটি গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলে মনে করেন। এ মতবাদ জগতের ঐক্য স্বীকার করে নিয়েও মানুষের স্বাধীনতা ও কৃতকর্মের দায়িত্বকে অস্বীকার করে না। তাই নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের দাবিতে এ মত সমর্থনযোগ্য। এ মতবাদের উপর ভিত্তি করেই একেশ্বরবাদ (Monotheism) এর উদ্ভব হয়েছে। মূর্ত একত্ববাদের ন্যায় একেশ্বরবাদ বহু ঈশ্বরবাদ ও দ্বীশ্বরবাদের দোষ-ত্রুটিকে দূর করে মানব মনে এক অসীম, অনন্ত, পরিপূর্ণ ঈশ্বরের ধারণার জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। একত্ববাদ কাকে বলে? একত্ববাদ ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করুন।

২। মূর্ত একত্ববাদ ও অমূর্ত একত্ববাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

৩। "বহুত্ববাদ ও দ্বৈতবাদের অসারতা থেকে একত্ববাদের উদ্ভব"– ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। শংকরের অমূর্ত একত্ববাদ বর্ণনা করুন।

২। স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদ ব্যাখ্যা করুন।

৩। মূর্ত একত্ববাদ ব্যাখ্যা করুন।

৪। অমূর্ত একত্ববাদ ব্যাখ্যা করুন।

৫। হেগেলের সর্বধরেশ্বরবাদ ব্যাখ্যা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর দিন।

১। একত্ববাদের মতে জগতের আদি উপাদান

(অ) দুই (আ) বহু

(ই) এক (ঈ) অসংখ্য

২। অমূর্ত একত্ববাদের প্রধান ভারতীয় প্রতিনিধি হলেন

(অ) রামানুজ (আ) শংকর

(ই) স্পিনোজা (ঈ) কেউ নয়

৩। পাশ্চাত্য জগতে অমূর্ত একত্ববাদের সমর্থক

(অ) স্পিনোজা (আ) হেগেল

(ই) হিউম (ঈ) প্লেটো

৪। হেগেলের মতবাদকে বলা হয়

(অ) অমূর্ত একত্ববাদ (আ) দ্বৈতবাদ

(ই) বহুত্ববাদ (ঈ) মূর্ত একত্ববাদ

৫। হেগেলের মতবাদের নাম

(অ) সর্বেশ্বরবাদ (আ) একেশ্বরবাদ

(ই) সর্বধরেশ্বরবাদ (ঈ) বহুত্ববাদ

সত্য হলে স, মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। যে মতবাদ পরম সত্তাকে এক বা অদ্বৈত বলে মনে করে তাকে একত্ববাদ বলা হয়।

২। বহুত্ববাদ ঐক্যপূর্ণ জগতের ব্যাখ্যা হিসেবে সার্থক মতবাদ।

৩। শংকরের মতে, বহুত্বের ধারণা সম্পূর্ণ অলীক।

৪। অমূর্ত একত্ববাদ ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত।

৫। স্পিনোজা ও হেগেলের পরম সত্তার ধারণার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

সঠিক উত্তর

১। (ই) এক ২। (আ) শংকর ৩। (অ) স্পিনোজা

৪। (ঈ) মূর্ত একত্ববাদ ৫। (ই) সর্বধরেশ্বরবাদ

১। স ২। মি ৩। স ৪। স ৫। মি

mnvqK MÖš’ (Reference Books)

এই বইটি নিচের বইগুলোসহ বিভিন্ন বইয়ের সহায়তায় রচিত হয়েছে। বিধায়, পাঠের সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে নিম্নলিখিত বইগুলো পড়তে পারেন, যা পাঠ বোঝার জন্য আপনাদের সাহায্য করবে। তাছাড়া, বইগুলো পাঠে আপনারা জ্ঞানতত্ত্ব ও অধিবিদ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

1. Dancy and Sosa (ed.), *A Communication of Epistemology,* Blackwell Publishers.
2. Keith Lehrer, *Theory of Knowledge,* Routledge.
3. Smith and Qaklander, *Time, Change and Freedom,* Routledge.
4. Robert Audi, *Epistemology,* Routledge.
6. Richard Taylor, *Metaphysics,* N.J.: Prentice-Hall
7. A.E. Taylor, *Elements of Metaphysics,* London: Methuen and Co.
8. নীরদরবণ চক্রবর্তী, দর্শনের ভূমিকা, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
9. মুহাম্মদ আবদুল বারী, দর্শনের কথা, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা।
10. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, পাশ্চাত্য দর্শন, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা।